STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

জুলাই ২০১৯
নবপর্যায় ৭৫
মূল্য ১০ টাকা

প্রিয়া সাহা যা করেছেন নিজ দায়িত্বে করেছেন এর সাথে ঐক্য পরিষদের কোনো সম্পর্ক নেই

সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের বক্তব্য

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশকা ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে, প্রিয়া সাহা সংগঠনের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক এটি সত্যি, তবে সাংগঠনিক কোনো সিদ্ধান্ত বা দায়িত্ব নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান নি বা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন নি। যা করেছেন নিজের দায়িত্ব নিয়ে করেছেন। এর সাথে সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই।

লিখিত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

গত ২৫ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে একথা জানানো হয়। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউজের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি, প্রিয়া সাহাকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ — পরিষদ বার্তা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে প্রিয়া সাহার অভিযোগ

বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান নিখোঁজ হয়েছেন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ-এর ২১ জুলাই সংখ্যায় বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার, এমন ২৭ ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে ১৬ দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহাও অংশ নেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে প্রিয়া সাহা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। নিজের পরিচয় দিয়ে প্রিয়া সাহা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জানান, তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ব্যক্তি 'নিখোঁজ' রয়েছেন। পৃষ্ঠা ২

প্রিয়ার বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি আইনি পদক্ষেপ না নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

গত ২২ জুলাই জনকণ্ঠের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লাখ ধর্মীয় সংখ্যালঘু 'ডিসঅ্যাপিয়ার্ড' বা অদৃশ্য তথা গুম হয়ে গেছে – যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে গিয়ে এমন কথা বলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একজন সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহা। প্রিয়া সাহার ওই বক্তব্যে বাংলাদেশে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সরকারের মন্ত্রীরাও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তাঁকে 'দেশদ্রোহী' অভিহিত পৃষ্ঠা ২

প্রিয়া সাহার বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল : ওবায়দুল কাদের

দৈনিক জনকণ্ঠে বলা হয়, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, প্রিয়া সাহার বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ২১ জুলাই এক আয়োজিত যৌথসভা শেষে সাংবাদিকদের বলেন, প্রিয়া সাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য, মিথ্যা ও বানোয়াট। এই বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য উগ্রবাদীদের উৎসাহিত করে। দেশদ্রোহী হিসেবে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রিয়া সাহার এমন বক্তব্যের বিষয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রিয়া সাহার এমন বক্তব্যের সঙ্গে সংগঠনটির কেউ একমত নন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিতেই পরিকল্পিতভাবে তিনি এমন বক্তব্য দিয়েছেন। পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার

গত ২২ জুলাই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কমিটির এক জরুরি সভায় সংগঠনের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহা (প্রিয়বালা বিশ্বাস)-কে পরিষদের শৃংখলা-বিরোধী কাজের জন্য সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির

প্রিয়ার অপ্রিয় বচন ও সংখ্যালঘু নির্যাতন

জুলফিকার আলি মাণিক

বাড়িতে অতিথি। আড্ডা-খাওয়া চলছে। বাড়ির ছোট শিশুসন্তান কথা প্রসঙ্গে বলে বসল, 'মা খুব রাগী। আমাকে খালি বকে আর মারে।' অতিথিরা অস্বস্তিতে। বিব্রত মা রেগে বললেন, 'অ্যাই চুপ। সব মিথ্যা, বাজে কথা।' শিশুটি থামল না–'তুমি রেগে গেলে তো গালিও দাও। লাঠি দিয়ে মার, এই যে হাতে একটা মারের দাগ এখনও আছে।' ছোটর সঙ্গে সুর মেলালো আরেক সন্তান, 'মা তো স্কুল থেকে আনার সময় আমাকে রাস্তায়ও মেরেছে। সব সময় বলে, আমরা খারাপ, অন্য বাচ্চারা ভালো।' এবার মা ক্রুদ্ধ– 'আমি শুধু মারি আর বকি? যাক সবাই, তারপর বুঝাবো মাইর কাকে বলে।' অতিথিদের কাছে ছোট সন্তানের আকুতি–'মাকে বলেন না যেন না মারে, গালি না দেয়।'

সমাজের বহু পরিবারেই এমন ঘটে। সেই ক্ষুদ্র বাস্তবতা হঠাৎ যেন বৃহৎ ক্যানভাসে তুলে আনলেন প্রিয়া সাহা। ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যান। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেখা পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বলেন বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অনিরাপদ জীবন ও নির্যাতনের কথা। নিজের ভূ-সম্পত্তি বেদখলের কথাও বলেন। এতে সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ভীষণ চটে গেছে। ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দিয়েছে আরও সংগঠন এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ নাগরিকরা। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ আর তাদের শত্রু দল জামায়াতে ইসলামির সুর মিলে গেছে। পৃষ্ঠা ৩

সংখ্যালঘু সুরক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগুরুর

হাসান ফেরদৌস

প্রিয় সাহার দুই মিনিটের এক ভিডিও দেখে বাংলাদেশের অনেকে ক্ষুব্ধ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে খুব গুছিয়ে তিনি কথাগুলো বলেননি, হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সামনে গুছিয়ে কথা বলা খুব সহজ নয়। তা-ও দুই মিনিটে। একজন সংখ্যালঘু নারী কী কথা বললেন, কেন বললেন, তা ভালো করে না শুনে দেশের সংখ্যাগুরুর একাংশ বলতে শুরু করেছে, 'এই দেশদ্রোহীকে জেলে ঢোকাও।' ভাগ্যিস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকেই বিষয়টিকে হস্তক্ষেপ করেছেন। বলেছেন, তিনি কথাগুলো কেন বলছেন, আগে ভালো করে শোনা যাক। তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

পৃথিবীর সর্বত্রই সংখ্যালঘুরা নিগ্রহ ও বৈষম্যের শিকার। শুধু বাংলাদেশের হিন্দুরা নয়, ভারতের মুসলমান, ইরানের বাহাই, পাকিস্তানের আহমদিয়া, আমেরিকার আফ্রিকান-আমেরিকান অথবা ব্রাজিলের আদিবাসী ইন্ডিয়ান–এরা সবাই কমবেশি একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও দৈনন্দিন বৈষম্যের শিকার। তারা সংখ্যায় কম, অর্থ ও প্রতিপত্তিতে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও দৈনন্দিন বৈষম্যের শিকার। পৃষ্ঠা ৩

প্রিয়া সাহা যা করেছেন নিজ দায়িত্বে করেছেন এর সাথে ঐক্য পরিষদের কোনো সম্পর্ক নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোনো কোনো মার্কিনী গণমাধ্যমে আমাকে সংগঠনের সভাপতি, প্রিয়া সাহাকে সাধারণ সম্পাদকের পরিচয় দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নই। সভাপতি হলেন তিনজন- মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত বীরউত্তম, হিউবার্ট গোমেজ এবং সাবেক সাংসদ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ঊষাতন তালুকদার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে এহেন সাংগঠনিক পরিচিতি নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে 'সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড' বিবেচনায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গত ২২ জুলাই ২০১৯ তারিখে সংগঠনের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির জরুরী সভায় প্রিয়া সাহাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

ঐক্য পরিষদ বলেছে, গত ১৬ থেকে ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'তে Second Ministerial to Advance Religious Freedom নামীয় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তিন সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল অংশ নেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ বুডিষ্ট ফেডারেশনের সাবেক নির্বাহী সভাপতি অশোক বড়ুয়া, সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জী। এর বাইরে সংগঠনের পক্ষ থেকে আর কেউ প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইতোমধ্যে প্রতিনিধিদলের দু'জন গত ২১ জুলাই সকালে দেশে ফিরে এসেছেন।

গত ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে সামাজিক গণমাধ্যমে এই মর্মে ভাইরাল হয়ে আসে যে, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক পরিচয়ে প্রিয়া সাহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের সাথে সাক্ষাতে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপারে অভিযোগ করে তাঁর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি তাঁর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ও জমি কেড়ে নেয়ার কথাও বলেছেন। একই সাথে বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ (৩৭ মিলিয়ন) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান disappear হয়ে গেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, প্রিয়া সাহার বক্তব্য নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের যে অপপ্রয়াস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, ব্যক্তির বক্তব্যকে পুঁজি করে সম্প্রদায়বিশেষকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর যে ঘৃণ্য অভিসন্ধি আমরা লক্ষ করেছি তা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক। এরই মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখে লন্ডন থেকে প্রিয়া সাহার কাছ থেকে ব্যাখ্যা জানার আগে তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা না নেয়ার পাশাপাশি তাঁর পরিবারের জীবন ও সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা গোটা জাতিকে আশ্বস্ত করেছে। আমরা তাঁর এ উদ্যোগকে আন্তরিক স্বাগত জানাই।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর ও নির্মল রোজারিও, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্রকুমার নাথ, জয়ন্তকুমার দেব, এ্যাড. তাপসকুমার পাল, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়া উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, গত তিন দশক ধরে আমরা একটানা আমাদের কষ্ট, যন্ত্রণা, দাবি এবং দেশপ্রেমিক, গণতন্ত্রমনা, প্রগতিমুখী নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের কাছে আমাদের স্বার্থ ও অধিকারসমূহ বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছি এবং প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের কথা বলে যাচ্ছি। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য পুনর্বার তুলে ধরতে চাই যা বর্তমান সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রিয়া সাহা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের কাছে বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ (৩৭ মিলিয়ন) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক 'ডিজএপিয়ার' হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন। 'ডিজএপিয়ার' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনি-ই ভালো বলতে পারবেন। এটি যদি স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের গুম বা নিখোঁজ অর্থে বলে থাকেন তবে তা অসত্য এবং আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। পৃষ্ঠা ৬

পঙ্কজ ভট্টাচার্যের ৮০তম জন্মদিন উদ্‌যাপনে নাগরিক কমিটি গঠিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

৬০ এর দশকের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহসী যোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ঐক্য ন্যাপ সভাপতি, জাতীয় নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্যের ৮০তম জন্মদিন ৬ আগষ্ট ২০১৯। জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্যের জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২৪ জুলাই, বিকাল ৫টায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম কুদ্দুস এর সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামাকে আহবায়ক ও সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদকে সদস্য-সচিব করে ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট অজয় দাশগুপ্ত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মুক্তিযুদ্ধ জাদু ঘরের ট্রাষ্টি ও সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন সভাপতি জিয়াউদ্দিন তারেক আলী, বিশিষ্ট আইনজীবী ও ঐক্য ন্যাপ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এস এম এ সবুর, ঐক্য ন্যাপ সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আসাদ উল্যা তারেক, বাংলাদেশ জাসদ -এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের যুগ্ম সম্পাদক ডা. অসিতবরণ রায়, জাতীয় শ্রমিক জোট সভাপতি মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নূরুল আমিন, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, এ কে আজাদ, জহিরুল ইসলাম জহির, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব চাকমা, নারী নেত্রী জয়ন্তী রায়, তনিমা শরীফ তনিমা, আমিনা রহমান লিপি, সংস্কৃতি মঞ্চের আহবায়ক সেলিম রেজা, কেন্দ্রীয় নেতা আবুল ফারহা পলাশ, আদিবাসী নেতা নিপন ত্রিপুরা, ঐক্য ন্যাপ নেতা প্রণব কুমার বিশ্বাস, সঞ্জয় পাল প্রমুখ।

সভায় আগামি ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ২০১৯, নাগরিক কমিটির উদ্যেগে 'পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে' জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্যের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে গণসম্বর্ধনা কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণসম্বর্ধনায় দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধারার রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক শ্রেণী শ্রমিক কৃষক পেশাজীবি সংগঠন ও বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ব্যক্তিবর্গ অংশ নেবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

প্রিয়া সাহার বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল : ওবায়দুল কাদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তবে বাংলাদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে চরমভাবে ঘৃণা করে। প্রিয়া সাহার বক্তব্য মোতাবেক তিনি দেশদ্রোহী। তাই দেশদ্রোহী হিসেবে অবশ্যই প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

রাজধানীর ধানমন্ডির নিজ বাসায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের বলেন, সংখ্যালঘু নিয়ে আলোচনার ঝড় তোলা প্রিয়া সাহার বক্তব্যের সত্যতা প্রিয়া সাহাকেই প্রমাণ করতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে প্রিয়া সাহার করা অভিযোগ অবশ্যই প্রিয়া সাহাকেই প্রমাণ করতে হবে। এর অন্যথা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিতে হবে। অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রিয়া সাহার বক্তব্য বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের কাছে নেতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। পুরো দেশের মানুষ তার বক্তব্যে বিভ্রান্ত। দেশের কোনো জায়গায় থেকে প্রায় পৌনে চার কোটি মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছে, তার প্রমাণ দিতে হবে প্রিয়া সাহাকে।

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রিয়া সাহা যেসব তথ্য দিয়েছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। প্রিয়া সাহা তার কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্যই এসব বলেছেন। এ বিষয়ে কোনো গোষ্ঠী বা অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সহকারী জজদের ৩৯তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। আইনমন্ত্রী মনে করেন, প্রিয়া সাহাকে এত গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সত্যটাকে তুলে ধরে বাকিটুকু তাকে ইগনোর করলেই ভাল হয়। তিনি বলেন, প্রিয়া সাহার দেয়া বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে গেছে – এটা বোধ হয় ঠিক না। তবুও স্বাধীন বিচার বিভাগে বিজ্ঞ বিচারকরা যেটা মনে করবেন সেটা করবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রিয়া সাহার বক্তব্য দেয়ার পরে শুধু হিন্দু সম্প্রদায় নয়, সকলেই বলেছেন যে, বাংলাদেশে আমরা সকলেই সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করছি। তিনি বলেন, যদি ইতিহাসও ঘাঁটা হয় তাহলে দেখা যাবে এ দেশের মাটিতে সবচেয়ে কম ধর্মীয় সংঘাত হয়েছে।

জয়ের প্রতিক্রিয়া: প্রধানমন্ত্রী হাসিনার পুত্র এবং উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ তার এক ফেসবুক পোস্টে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তারা প্রিয়া সাহাকে ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছে। তারা জানে প্রিয়া সাহাকে নিয়ে গেলে তিনি সেখানে এ ধরনের ক্রুদ্ধ ও আপত্তিকর বক্তব্য দেবেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, প্রিয়া সাহার বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েকটি জেলায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়েরের আবেদন করা হয়।

প্রিয়ার বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি আইনি পদক্ষেপ না নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছেন। আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।

তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে প্রিয়ার বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি করে কোনো আইনি পদক্ষেপ না নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২১ জুলাই দুপুরে সেতু ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে ওবায়দুল কাদের জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রিয়া সাহা কেনো এমন কাজ করেছেন এ বিষয়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন। সেখানে বসেই তিনি এই নির্দেশনা দিয়েছেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রিয়া সাহার বক্তব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তিনি দেশের বাইরে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে কেন ও কী উদ্দেশ্যে ওই বক্তব্য দিয়েছেন তা তিনি দেশে ফিরলে জানতে চাওয়া হবে। তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে। এর আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ, তড়িঘড়ি করে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন নয়।

ইতোমধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হয়েছে এমন প্রশ্ন করা হলে ওবায়দুল কাদের বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের সম্মতি নেওয়ার পর গৃহীত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীও তার বিরুদ্ধে মামলা করতে চেয়েছিলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে নিষেধ করেছি। কারণ প্রধানমন্ত্রী রাতে আমাকে মেসেজ দিয়ে জানিয়েছেন, তড়িঘড়ি করে প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যেন না করা হয়। এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেন, একজন ব্যারিস্টার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করতে পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান নিখোঁজ হয়েছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে তিনি ট্রাম্পের কাছে সহায়তা চান। তাদের দেশে থাকাও অনিরাপদ। তারা দেশেই থাকতে চান। এজন্য তিনি বলেন, যেন তাদের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়। সেখানে ১ কোটি ৮০ লাখ সংখ্যালঘু আছে। তারা বাড়িঘর হারিয়েছেন। তারা আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বিচার পাইনি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে প্রিয়া সাহার কথোপকথন: ইউটিউব থেকে প্রাপ্ত (হুবহু)

Priya : Sir, I am from Bangladesh. Here is the 37 million the Hindu Buddhist and Christian are disappeared. Please help us for Bangladesh People. We want to stay in our country. Yeah, still there is 18 million minority people. My request is please help us. We don't want to leave our country. Just help us to stay.

I have lost my home, they burnt my home, they taken my land, but no judgment yet taken place. Please

Trump : Who took the land? Who took the home and the land?

Priya: The fundamen... Muslim fundamentalist group and always they are getting the political shelter, always.

প্রিয়ার অপ্রিয় বচন ও সংখ্যালঘু নির্যাতন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার ও আওয়ামী লীগ প্রিয়ার বক্তব্যকে 'পুরোপুরি মিথ্যা', 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'দেশদ্রোহী', 'ষড়যন্ত্রমূলক', 'দুরভিসন্ধিমূলক' বলেছে। ক্ষুব্ধ সবাই প্রিয়ার বিচার ও শাস্তি চায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপত্তি না করলে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রেকর্ড হয়ে যেত হয়তো এতক্ষণে। তা না হলেও ব্যক্তিগত বহু আক্রোশের রূপ ভয়াবহ হত। ধারালো রামদা হাতে জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমের 'খুনে' চেহারার ছবি একজন ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন– প্রিয় সাহাকে 'আইনের আওতায় এনে জবাই করা হোক।' দাবিকারী ছাত্রলীগের একটি উপজেলা শাখার 'উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক।'

বাংলাদেশের মতো অস্থির, অসহিষ্ণু, হুজুগে লোভাতুর, ক্রোধে নিমজ্জিত সাম্প্রদায়িক, হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক সমাজের নাগরিক প্রিয়া সাহা একজন নারী; তার ওপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী। স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণের সহজতর লক্ষ্যবস্তু; বাদ যাননি তার স্বামী ও দুই কন্যাও। হিন্দু ভোটাররা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। তাই বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামির নির্যাতনের শিকার হয়–এসব পুরনো প্রচলিত কথা। সেই হিসেবে প্রিয়ার আওয়ামী লীগের ভোটার হওয়া স্বাভাবিক। তিনিও এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, শেখ হাসিনা তার অনুপ্রেরণা। সেই আওয়ামী লীগ শিবিরের লোকেরাই নিঃসংকোচে প্রকাশ্যে তার প্রাণঘাতী সাজা চাইছে। চাপাতির কোপে জবাই করে মানুষ হত্যা দেশে গা-সহা ঘটনা। আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত কয়েক বছরেই ধর্মের নামে উগ্রবাদীরা এমন অর্ধশতাধিক প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েও হত্যা করা হয়েছে তাদের কাউকে কাউকে। হুমকি পেয়ে পুলিশের সাহায্য চেয়ে উল্টো দেশ ছাড়ার পরামর্শ পেয়েছেন, এমন উদাহরণও আছে। বাস্তবতা প্রতিকূল বুঝে নীরবে দেশ ছেড়ে গেছেন কত ব্লগার, লেখক প্রকাশক; সে হিসাব কী আমরা রেখেছি? নিরুদ্দেশ হওয়া সেসব নাগরিকের সংখ্যা সরকার বা বেসরকারি কেউ দিতে পারবে না। তাই যার যা সংখ্যা জানা বা অনুমান হয়, সে তা-ই বলবে। প্রিয়া সাহাও এমন একটি সংখ্যা ট্রাম্পকে বলে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। বলেছেন, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের '৩৭ মিলিয়ন' অর্থাৎ ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নিরুদ্দেশ। প্রশ্নটা হলো– কোন মেয়াদে? উত্তরটা তার বক্তব্যে ছিল না। বিপত্তিটা হয়েছে সেখানেই। প্রিয়া কি ১৯০১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ১১৯ বছরের হিসাব দিয়েছেন, নাকি ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর থেকে, নাকি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ স্বাধীন থেকে? পরিসংখ্যানটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেউ আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান রাখলে আর প্রিয়ার ভুল হয়ে থাকলে তার কাছ থেকে সংশোধনী ও দুঃখ প্রকাশ প্রত্যাশিত। তাই বলে রাষ্ট্রদোহের অভিযোগ? যার সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীন! ষড়যন্ত্রপ্রিয় দেশের নাগরিক হয়েও আমি শুনিনি, কেউ বাইরের লোকজন ও ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কোনো ব্যক্তির বক্তব্য অপছন্দ হওয়ায় দেশের মানুষকে তার বিরুদ্ধে অন্ধের মতো হিংসাত্মক, কদর্য, বিদ্বেষমূলক মানসিকতায় ঠেলে দেওয়ার বিপদ আমরা অনেক ভোগ করেছি। সেই চর্চা বন্ধ না করলে তার কুফল ভোগ থেকে কউেই বাদ যাবে বলে মনে হয় না। প্রিয়া সাহার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প জানতে চেয়েছেন, তার জমি কে দখল করেছে? প্রিয়ার জবাব ছিল–'মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং তারা সব সময় রাজনৈতিক আশ্রয় পায়।'

ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে গোপন কিছু ফাঁস করে দিয়েছেন প্রিয়া (!) যা অনেক কষ্টে লুকানো ছিল। এ ক্ষেত্রে বিগত এক দশকে দেশীয় গণমাধ্যমের কিছু খবর স্মরণ করা যাক। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে (বর্তমান ক্ষমতাসীন দলই তখন রাষ্ট্রক্ষমতায়) প্রথম আলোর পত্রিকায় একটি শিরোনাম 'দেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমছে।' খবরটির শুরুতেই বলা হয়েছে, 'গত ১১টি আদমশুমারির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমেছে প্রায় ২৮ শতাংশ।' সংক্ষেপে অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) নামে একটি বেসরকারি সংস্থা ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও উচ্ছেদের ঘটনা বিশেষণ করে বলেছে–'রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থের জন্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, হত্যা ও নির্যাতন করছে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিচার না হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।' বিশ্লেষণ উপস্থাপনের অনুষ্ঠানে বর্তমান সরকারের নিয়োগ দেওয়া দেশের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

সুপরিচিত অধ্যাপক-গবেষক আবুল বারকাত ২০১৬ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত তার এক গবেষণায় বলেছেন, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ দশকে ১ কোটি ১৩ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশ ভূখণ্ড ত্যাগে বাধ্য হয়েছে; যা প্রতি বছর গড়ে ১২ লাখ ৩০ হাজার ৬১২ জন আর প্রতিদিন ৬৩২ জন। অধ্যাপক বারকাতের আশঙ্কা, 'এই নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী দু-তিন দশক (৩০ বছর) পরে এ দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না (সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন)।' এসব খবরের তুলনায় প্রিয়া সাহার বক্তব্য তুচ্ছতূল্য নয় কি ?

তাহলে এত ক্ষোভ-আক্রোশ কেন? একজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, তাও আবার ট্রাম্পের কাছে নালিশ দিয়ে সহযোগিতা চাওয়ার জন্য? আমেরিকাসহ প্রভাবশালী বিদেশি রাষ্ট্র সংগঠন বা ব্যক্তির কাছে দেশের, সরকারের, রাজনীতির সমস্যা-সংকট সম্পর্কে অভিযোগ করে সমাধানের জন্য সহযোগিতা চাওয়া দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর পুরনো চর্চা। সরকারেই থাকুক কিংবা বিরোধী শিবিরে, সবাই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদগার আর নালিশ করে বিদেশি বন্ধুদের কাছে। মানবাধিকার সংগঠন, এনজিও এবং নানা সংগঠন দেশের ভেতরের সমস্যা-সংকট নিয়ে কি বিদেশে নালিশ করে না? সহযোগিতা চায় না? দেশের বহু রাজনৈতিক সংকটে প্রভাবশালী বিদেশি রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে মধ্যস্থতা করতে দেখেছি আমরা। তখন দেশ খাটো হচ্ছে কি-না; রাষ্ট্রের ইমেজ, মানসম্মান নষ্টের কথা কারও মনে থাকে না। দলকানা অনুসারীরা বরাবরই সবকিছুর অন্ধ সমর্থক। নিজের বিবেক, যুক্তি দিয়ে কিছু বিবেচনা করে না। দেশের বহু নাগরিক বিদেশিদের কাছে এমন নালিশের সংস্কৃতি পছন্দ করে না। তারা অসংগঠিত, শক্তিহীন বলে কিছু করতে পারে না। প্রিয়া সাহার অভিযোগ দেশের জন্য বিব্রতকর, লজ্জার; কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর পেছনে ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি, নীল নকশা খুঁজে পান বা না পান; রাষ্ট্র, সমাজ যারা চালান তাদের ব্যর্থতায় দেশের মানুষকে যেন আর এমন লজ্জায় পড়তে না হয়, তার জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংকটের যথার্থ সমাধান জরুরি।

জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম ও তাদের সমমনা উগ্র ইসলামি সংগঠন ও ব্যক্তিরা বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ বলে জিহাদি উত্তেজনায় লফিয়ে উঠে অন্যদেরও উত্তেজিত করছে। বর্তমান ৯০ শতাংশ থেকে বাংলাদেশকে শতভাগ মুসলমানের দেশ করাই তাদের স্বপ্ন। অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষের জায়গা নেই বাংলাদেশে। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান এসব বাস্তবতাকে অস্বীকার করে 'বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ' বলে জেগে ঘুমালেই কি সংকটের সমাধান হবে? দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যাটা তাদের অস্তিত্বের সংকট। প্রিয়া সাহা না বললেও এটা দুনিয়ার কারোরই অজানা নয়। আমরা অন্ধ হয়ে থাকলেই তো আর প্রলয় বন্ধ থাকবে না।

লেখক: সাংবাদিক (পুনর্মুদ্রিত)

সংখ্যালঘু সুরক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগুরুর

হাসান ফেরদৌস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা সংখ্যায় কম, অর্থ ও প্রতিপত্তিতে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব। নিজের দেশ, অথচ নিত্যদিনের অপমান সহ্য করতে হয়। যে কোনো মাথায় লাঠির বাড়ি পড়তে পারে। পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই, সে-ও সংখ্যাগুরুর একজন। রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর এই যে বৈষম্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন 'সমান্তরাল বৈষম্য' বা 'হরাইজন্টাল ইন-ইক্যুয়ালিটি'। একই দেশের মানুষ, আইনের খাতায় তাদের সমান অধিকার, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে জাতিগত বা ধর্মীয় কারণে একে অপরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। পাকিস্তানে পাঞ্জাবি না হলে সেনাবাহিনীতে চাকরি মিলবে না। তুরস্কে কুর্দি হলে অনেক সরকারি চাকরির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। আমেরিকায় কালো বা মুসলিম হলে তার দ্বিতীয় দফা 'ব্যাকগ্রাউন্ড চেক' করা হবে।

এই বৈষম্যের কথা মাথায় রেখে প্রায় সোয়া শ বছর আগে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, একটা জাতি কতটা সভ্য, তা বোঝার উপায় সে জাতির বা দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা কেমন, তা পরখ করে দেখা। অধিকার-ভোগের ক্ষেত্রে তারা কতটা সংখ্যগুরুর নিকটবর্তী, সেই হিসাবটা করা। সংখ্যালঘুর অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগুরুর, এ কথাও গান্ধী আমাদের বলেছিলেন। শুধু বলেননি, নিজের জীবন বাজি রেখে সংখ্যালঘুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ভালো নেই, এ কোনো নতুন কথা নয়। ১৯৪৭ সালের পর দেশে যত দাঙ্গা হয়েছে, তার প্রতিটির শিকার দেশের সংখ্যালঘুরা। এই বৈষম্যের নথিপত্র অনেক আগে থেকেই করা হয়েছে। শুধু সংখ্যালঘুদের হাতে নয়, সংখ্যাগুরু মুসলিমদের দ্বারাও সে নথিপত্র তৈরি হয়েছে। শুধু দাঙ্গার সময় নয়, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের ঘেরাটোপে সংখ্যালঘুরা কীভাবে অধিকার বঞ্চিত হয়, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতিবছর সে বৈষম্য ও নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছে। তবে এ কথায় ভুল নেই, অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। দেশের সংখ্যালঘুরা নিজেরাই সে কথা স্বীকার করে। চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য কমেছে, নীতিনির্ধারণী দায়িত্বে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা বেড়েছে, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু অবস্থা এখনো উদ্বেগজনক, সাধারণ মানুষ এখনো দৈনন্দিন বৈষম্যের শিকার। এ জন্য হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্ট পড়তে হবে না, দৈনিক পত্রিকা পড়লেই সে কথা বোঝা যাবে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সে কথা স্বীকার করে অবস্থা আরও উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রবল বৈষম্যমূলক অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধনী আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য রোধে নতুন সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পাশাপাশি একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের কথাও এতে বলা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক 'সকল আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার' অবসান করা হবে।

প্রিয় সাহা অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশ থেকে পৌনে চার কোটির মতো মানুষ 'নিখোঁজ' হয়েছে। কোনো সময়সীমা তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি ইংরেজি 'ডিজঅ্যাপিয়ার' কথাটি ব্যবহার করেছেন, তাতে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বলাই বাহুল্য, এত কোটি মানুষ গুম বা খুন হয়েছে, সে কথা তিনি বোঝাননি। জাতীয় জনসংখ্যা গণনায় স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিগত কারণে দেশে যত হিন্দু থাকার কথা, তা নেই। এ কারণে তারা হিসাবের খাতায় অনুপস্থিত। তুলনা হিসাবে স্মরণ করুন, বাঙালি অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের দাবি, চীনে ১০ কোটি শিশুকন্যা 'মিসিং'। না, এরা খুন হয়নি, এদের গুম করা হয়নি। এরা 'মিসিং', কারণ জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে চীনে শিশুকন্যার সংখ্যা যত হওয়ার কথা, বাস্তবে তাদের সংখ্যা ১০ কোটি কম। সবাই ছেলেসন্তান চায়, ফলে যেসব কন্যাশিশুর জন্মানোর কথা, তাদের জন্মই হয়নি। এদের 'মিসিং' বলুন, 'ডিজঅ্যাপিয়ার' বলুন, তাতে বাস্তবতার কোনো হেরফের হবে না।

প্রিয় সাহা পৌনে চার কোটি হিন্দু 'নিখোঁজ' হওয়ার কথা বলেছেন। একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ, যিনি সরকারি দলের থিংক ট্যাংকের সদস্য হিসেবে পরিচিত, তিনি বলেছেন আরও সাংঘাতিক কথা। অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেছেন, যে হারে হিন্দুরা দেশত্যাগ করছে, প্রিয় সাহা যাকে 'ডিজঅ্যাপিয়ার' বলেছেন বলে এই লেখকের মনে হয়েছে, তাতে এখন থেকে ৩০ বছর পরে বাংলাদেশে কোনো হিন্দুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাঁর হিসাবে, ২০০১-১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রতিদিন ৭৭৪ জন হিন্দু দেশত্যাগ করেছে। এই হার আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

হিন্দুরা কেন নিজ বসতবাটি ছেড়ে 'নিখোঁজ' হয়? উত্তরটা আমাদের সবার জানা, তারা নিজ-দেশে নিরাপদ বোধ করে না, তাই। যাঁরা প্রিয় সাহার ওপর ক্ষুব্ধ, তারা হয়তো লক্ষ করেননি তিনি কিন্তু দেশ ছেড়ে যেতে চান না। তিনি এই দেশেই থাকতে চান, এই জন্য তিনি সাহায্য চান। আমার এক বামপন্থী বন্ধু ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন, এই সাহায্য পৃষ্ঠা ৭

প্রিয়া সাহা যা করেছেন নিজ দায়িত্বে করেছেন, এর সাথে ঐক্য পরিষদের কোনো সম্পর্ক নেই

[মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের সাথে শ্রীমতি প্রিয়া সাহার সাক্ষাৎ ও সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে ২৫ জুলাই সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত পঠিত লিখিত বক্তব্য]

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আমাদের আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন। জাতীয় জীবনের বিশেষ এক পরিস্থিতিতে আমরা আপনাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তজ্জন্যে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

গত কয়েক দিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রীমতি প্রিয়া সাহার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাক্ষাৎকার নিয়ে নানান আলোচনা হয়েছে, তর্ক-বিতর্কের ঝড়ও উঠেছে। এ সময়ের মধ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎকার দিয়ে বা টকশোতে অংশ নিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অনেকেই বলেছিলেন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য তুলে ধরে। আমরা বলেছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের প্রতিনিধিদল দেশে ফিরে এলে তাদের কাছ থেকে সবিশেষ ঘটনা অবহিত হয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য ও সাংগঠনিক অবস্থান গোটা জাতির সামনে তুলে ধরবো। সেই প্রেক্ষাপটে আজকের এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন।

গত ১৬ থেকে ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'তে Second Ministerial to Advance Religious Freedom নামীয় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তিন সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল অংশ নেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ বুডিষ্ট ফেডারেশনের সাবেক নির্বাহী সভাপতি অশোক বড়ুয়া, সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জী। এর বাইরে সংগঠনের পক্ষ থেকে আর কেউ প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। ইতোমধ্যে প্রতিনিধিদলের দু'জন গত ২১ জুলাই সকালে দেশে ফিরে এসেছেন।

গত ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে সামাজিক গণমাধ্যমে এই মর্মে ভাইরাল হয়ে আসে যে, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক পরিচয়ে প্রিয়া সাহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের সাথে সাক্ষাতে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপারে অভিযোগ করে তাঁর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি তাঁর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ও জমি কেড়ে নেয়ার কথাও বলেছেন। একই সাথে বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ (৩৭ মিলিয়ন) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান disappear হয়ে গেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি এবং আমাদের অপরাপর নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। আজকের এ সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানাতে চায়, প্রিয়া সাহা সংগঠনের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক এটি সত্যি, তবে সাংগঠনিক কোনো সিদ্ধান্ত বা দায়িত্ব নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাননি বা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন নি। যা করেছেন নিজের দায়িত্ব নিয়ে করেছেন। এর সাথে সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউজের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি, প্রিয়া সাহাকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ আছে। কোনো কোনো মার্কিনী গণমাধ্যমে আমাকে সংগঠনের সভাপতি, প্রিয়া সাহাকে সাধারণ সম্পাদকের পরিচয় দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নই। সভাপতি হলেন তিনজন- মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, হিউবার্ট গোমেজ এবং সাবেক সাংসদ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ঊষাতন তালুকদার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে এহেন সাংগঠনিক পরিচিতি নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে 'সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড' বিবেচনায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গত ২৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে সংগঠনের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির জরুরি সভায় প্রিয়া সাহাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তিনি ঢাকায় ফিরে এলে তাঁর বক্তব্য শুনে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

প্রিয়া সাহার বক্তব্য নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের যে অপপ্রয়াস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, ব্যক্তির বক্তব্যকে পুঁজি করে সম্প্রদায়বিশেষকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর যে ঘৃণ্য অভিসন্ধি আমরা লক্ষ করেছি তা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক। এরই মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখে লন্ডন থেকে প্রিয়া সাহার কাছ থেকে ব্যাখ্যা জানার আগে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা না নেয়ার পাশাপাশি তাঁর পরিবারের জীবন ও সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা গোটা জাতিকে আশ্বস্ত করেছে। আমরা তাঁর এ উদ্যোগকে আন্তরিক স্বাগত জানাই।

গত তিন দশক ধরে আমরা একটানা আমাদের কষ্ট, যন্ত্রণা, দাবি এবং দেশপ্রেমিক, গণতন্ত্রমনা, প্রগতিমুখী নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের কাছে আমাদের স্বার্থ ও অধিকারসমূহ বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছি এবং প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের কথা বলে যাচ্ছি। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য পুনর্বার তুলে ধরতে চাই যা বর্তমান সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রিয়া সাহা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের কাছে বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ (৩৭ মিলিয়ন) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক 'ডিজএপিয়ার' হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন। 'ডিজএপিয়ার' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনি-ই ভালো বলতে পারবেন। এটি যদি স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের গুম বা নিখোঁজ অর্থে বলে থাকেন তবে তা অসত্য এবং আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৯.৭% ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যা পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবানুযায়ী ১৯৫১ সালে নেমে আসে ২৩.১%- এ, ১৯৬১ সালে ১৯.৬%-এ, বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবানুযায়ী ১৯৭৪ সালে ১৪.৬%-এ, ১৯৮১ সালে ১৩.৩%-এ, ১৯৯১ সালে ১১.৭%-এ, ২০০১ সালে ১০.৩%-এ আর ২০১১ সালে ৯.৭%-এ যার মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠী ৮.৪%। গত মাস আটেক আগে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিগত এক দশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারের আমলে হিন্দু জনসংখ্যা ৮.৪% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৭%-এ। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. আবুল বারাকাত তাঁর এক গবেষণাগ্রন্থে দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র কুখ্যাত কালাকানুন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের ছোবলে ১৯৬৪ থেকে ২০১৩-এ পাঁচ দশকের মধ্যে ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু জনগোষ্ঠী হারিয়ে গেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি আমলে অব্যাহত বঞ্চনা-বৈষম্য -নিগৃহণ-নিপীড়ন ছাড়াও ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের একতরফা রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কথা আমরা আজো ভুলি নাই।

স্বাধীন বাংলাদেশেও ১৯৭৫-র ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তীতে পাকিস্তানি ধারায় ৭২-র গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে সংযোজিত ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ পাকিস্তানি আমলে ফিরে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেয় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর উত্তমের নেতৃত্বে। সেদিন থেকে এ সংগঠন ৫ম সংশোধনীসহ রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত সংবিধানের ৮ম সংশোধনী বাতিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবন-জীবিকার সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা, উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখার অধিকারসহ সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান, কুখ্যাত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদিতা ও ধর্মান্ধতাকে প্রতিরোধ করে ধর্মের ভিত্তিতে সকল বৈষম্য, নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধের লক্ষে নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থায় ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে।

প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়িটি যে অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা হয়েছে চলতি বছরের মার্চ মাসের দিকে এটি সত্য। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর ভিন্নতর কোনো সংবাদ এর পরবর্তীতে আর প্রচারিত হয় নি। হঠাৎ গত কদিন ধরে মহলবিশেষ কর্তৃক সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এ ঘটনা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে। চলতি বছরের ১৯ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে মানবাধিকারকর্মী প্রিয়া সাহা'র পৈতৃক বাড়ি অগ্নিসংযোগে ধ্বংসসহ পঞ্চগড় কারাগারে এ্যাড. পলাশ রায়কে হত্যা, সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের খোঁজে তাঁর ফরিদপুরের বাসভবনে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদলের হামলা, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সুলতানা কামাল, শাহরিয়ার কবীর, মুনতাসীর মামুনের ওপর হত্যার হুমকি এবং সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ কর্তৃক ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর পুনরায় হুমকি, হামলা অব্যাহত রাখার প্রতিবাদ জানানো হয় এবং সামাজিক গণমাধ্যমে উস্কানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নকারীদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। এ বিষয়ে গত ২৫ মে ঐক্য পরিষদসহ সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চা সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।

দুঃখজনক হলেও এটি সত্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী অবস্থান থেকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও বৈষম্য অব্যাহত আছে। তবে এটিও অস্বীকারের উপায় নেই, বিগত দশ বছরে অন্ততঃ এ সরকারের আমলে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় বেশ খানিকটা অগ্রগতি ঘটেছে। কুখ্যাত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল হয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সদিচ্ছায় প্রণীত হলেও তার বাস্তবায়ন আজো থমকে আছে। তবে দ্রুততম সময়ে তা' বাস্তবায়নে নির্বাচনী অঙ্গীকার আছে। রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসেবে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ফিরে এসেছে ঠিক, তবে সাম্প্রদায়িক আবরণ ও আভরণ থেকে তা আজো মুক্ত হতে পারে নি। ধর্মীয় বঞ্চনা ও বৈষম্যের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অগ্রগতি ও ঘটেছে। নিয়োগ-পদোন্নতিতে ধর্মীয় পরিচয় আর বেড়াজাল হয়ে থাকছে না। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি আছে, তবে আরো অনেক কিছু করার বাকি আছে। তবে একথাও ঠিক, ৭৫-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কুখ্যাত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের অব্যাহত অপপ্রয়োগে সংখ্যালঘুদের সম্পদচ্যুতি, জোরে-জব্বরে জমি-জমা অব্যাহত দখল-বেদখল, মঠ-মন্দির-উপাসনালয়ে হামলা, বিগ্রহ ভাঙচুর, ১৯৯০,১৯৯২,২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপরে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক শক্তির একতরফা দলন পীড়ন, ২০১১ থেকে ২০১৪ সালে হলি আর্টিজানের ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তমনা ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবিশেষকে টার্গেট করে আক্রমণ ছাড়াও সংখ্যালঘু এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে মহলবিশেষের হামলার কথা এতো সহজে ভুলবার নয়।

একইসাথে আমরা আরও বলতে চাই, বাংলাদেশের বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে সরকারি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির সামনে উপস্থাপিত নির্বাচনী ইশতেহারের ১নং দফায় 'আমাদের বিশেষ অঙ্গিকার' শীর্ষক শিরোনামে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক নির্মুলের সাথে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলেরও অঙ্গিকার ঘোষণা করেছে। এর ৩.২৯ দফায় 'লক্ষ্য ও পরিকল্পনা'য় সুস্পষ্টভবে উল্লেখ আছে- অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে, সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে, সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম পৃষ্ঠা ৭

মার্কিন কংগ্রেসে জিম ব্যাংকস-এর জামায়াতবিরোধী প্রস্তাব

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য জিম ব্যাংকস গত ফেব্রুয়ারি মাসে জামায়াতের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য হাউজে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:

১১৬তম কংগ্রেস

প্রথম অধিবেশন

হাউজ প্রস্তাব ১৬০

দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রতি যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হুমকিস্বরূপ তাদের ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ।

প্রতিনিধি পরিষদ

(ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৯)

মি. ব্যাংকস নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রতিনিধি পরিষদে উপস্থাপন করেন যা পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়।

প্রস্তাব

যেহেতু বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যেখানে ১৬৩ মিলিয়নের উপর মুসলমান হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং নিরীশ্বরবাদীরা বাস করে;

যেহেতু এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ, এক কোটি মানুষের দেশত্যাগ এবং ২ লক্ষ নারীর সম্ভ্রম হরণের বিনিময়ে, যাদের অনেকেই জামায়াতে ইসলামি কর্মীদের দ্বারা নিহত এবং ধর্ষিত হয়েছেন;

যেহেতু ৮ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান এবং তাদের নিরাপদ প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যারা মায়ানমারের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার;

যেহেতু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথা–হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং আহমাদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা জামায়াতে ইসলামি এবং এর অঙ্গ সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, লুট করা হয়েছে এবং ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়েছে;

যেহেতু জামায়াতে ইসলামি পাঞ্জাবের গভর্নর সালমান তাসিরের হত্যাকাণ্ডকে অভিনন্দন জানিয়েছে, যিনি পাকিস্তানে ব্লাশফেমি আইনে অভিযুক্ত খ্রিস্টান নারী আসিয়া বিবির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন;

যেহেতু জামায়াতে ইসলামি সালমান তাসিরের হত্যাকারী সন্ত্রাসীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রার্থনা পরিচালনা করে এবং গোটা বিশ্বে শরিয়া আইন চালু করার প্রার্থনা করে;

যেহেতু জামায়াতে ইসলামি বা ধর্ম অবমাননার মামলা থেকে আসিয়া বিবির খালাসকে মেনে নেয়নি এবং তাকে পাকিস্তান ত্যাগে বাধা দেয় এবং সেখানে তার জীবন হুমকির সম্মুখীন;

যেহেতু জামায়াতে ইসলামি এবং এর সঙ্গে সহযোগী ধর্মীয় উগ্রবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি বিরাট হুমকি এবং এর ফলে এতদঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যের জীবন বিপন্ন।

যেহেতু ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে আহ্বান জানিয়েছে জামায়াতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য;

যেহেতু বাংলাদেশের বরেণ্য আইনজীবী এবং বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা ডক্টর কামাল হোসেন বিএনপিকে আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে;

যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ইসলামিক সার্কেল অফ নর্থ আমেরিকার মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ফেডারেল তহবিল পেয়ে থাকে যারা জামায়াতে ইসলামির নেতৃত্বের অংশীদার এবং খোলাখুলি জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত;

যেহেতু 'হেল্পিং হ্যান্ড ফর রিলিফ এন্ড ডেভেলপম্যান্ট' নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সালে পাকিস্তানের ফালাই ইনসনিয়াত ফাউন্ডেশনের সঙ্গে কাজ করেছে, অথচ ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে;

যেহেতু জামায়াতে ইসলামি কর্তৃক বারবার বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর হামলা, ধর্মীয় উগ্রবাদ বিস্তারের প্রচেষ্টা বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত অবস্থানকে বিপন্ন করে তুলছে;

যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামিক চরমপন্থি যারা আইএসআইএস-এর কার্যক্রমের বিকাশ ঘটানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা প্রমাণিত হয়েছে সাম্প্রতিক কিছু সন্ত্রাসীর গ্রেফতারের মাধ্যমে;

সেহেতু এক্ষণে এই মর্মে প্রস্তাব নেয়া হোক–

১) প্রতিনিধি পরিষদ এটা অনুভব করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে মানবাধিকার রক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অধিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে যাতে ধর্মীয় চরমপন্থী এবং জঙ্গীবাদের বিকাশ না ঘটে।

২) বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সরকারকে এই মর্তে আহ্বান জানাবে যে, তারা যেন জামায়াতে ইসলামি এবং এর অঙ্গ সংগঠনের সকল কাজকর্ম বন্ধ করে দেয় এবং সকল প্রতিষ্ঠানকে গুঁড়িয়ে দেয়।

৩) বিএনপিকে আহ্বান জানানো যাচ্ছে যে, দলটি যেন জামায়াতে ইসলামি এবং অন্যান্য চরমপন্থিদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৪) ইউএসএআইডি এবং সংশিষ্ট সকল দাতা সংস্থাসমূহকে এই মর্মে আহ্বান জানানো যাচ্ছে যে তারা যেন 'ইসলামিক সার্কেল অফ নর্থ আমেরিকা', 'হেল্পিং হ্যান্ড ফর রিলিফ এন্ড ডেভেলপমেন্ট' এবং 'মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা' সহ এধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা বন্ধ করে।

৫) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আহ্বান জানাচ্ছে– তারা যেন হেল্পিং হ্যান্ডের কাশ্মীর এবং পাকিস্তান লস্করে তৈয়বার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে যে কার্যক্রম চালাচ্ছে তার যেন তদন্ত করে।

নিজ বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রিয়া সাহা

শেষ পৃষ্ঠার পর

সময় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি নিয়ে তার এক বক্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারে তার বক্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলনকারী প্রিয়া সাহা।

আমেরিকাতেই এক সাংবাদিককে দেওয়া প্রিয়া সাহার ৩৫ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি ইউটিউবে প্রকাশ করেছে ঢাকায় তারই এনজিও 'সারি'। তিন কোটি ৭০ লাখ সংখ্যালঘু 'নিখোঁজ' হওয়ার এই পরিসংখ্যান তিনি কোথায় পেলেন - এই প্রশ্নের জবাবে প্রিয়া সাহা - যিনি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক - বলেন, সরকারি পরিসংখ্যান থেকে তিনি এই তথ্য দিয়েছেন। ২০০১ সালের পরিসংখ্যানে সংখ্যালঘুদের ওপর একটি চ্যাপ্টার রয়েছে। সেনসাস (আদম শুমারি) অনুসারে দেশভাগের সময় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৯.৭ শতাংশ। এখন তা কমে ৯.৭ শতাংশ। প্রিয়া সাহা বলেন, অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাত ২০১১ সালে এক গবেষণা করে দেখিয়েছেন, প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরর লোক 'হারিয়ে যাচ্ছে'। ঐ গবেষণা কাজের সাথে আমিও জড়িত ছিলাম। সুতরাং আমি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত। নিখোঁজ হওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? - এই প্রশ্নে প্রিয়া সাহা বলেন, সংখ্যালঘুদের শতকরা ভাগ যদি এখনও একই রকম থাকতো তাহলে বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লাখ বেশি হতো। সেটাই আমি বলতে চেয়েছি। এ মানুষগুলো কোথায় গেছে? গুম হয়ে গেছে নাকি কোথাও চলে গেছে? - এরকম এক প্রশ্নে তিনি বলেন, আপনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক, সচেতন মানুষ, সকল সচেতন মানুষ জানেন কোথায় গেছে, কী হয়েছে।

প্রিয়া সাহা সাক্ষাৎকারে পিরোজপুর জেলায় তার নিজের গ্রামের এবং পরিবারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তার গ্রামে ২০০৪ সালেও ৪০টি হিন্দু পরিবার ছিল যা কমতে কমতে ১৩টিতে দাঁড়িয়েছে। কোথায় গেছে তারা- সাংবাদিকের এই প্রশ্নে প্রিয়া সাহা বলেন, আপনাদেরই তা দেখার কথা, রাষ্ট্রের দেখার কথা। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০০৪ সালে তার বাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তার পরিবারের বহু জমি-জমা স্থানীয় একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা হাতিয়ে নেন।

হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকের সময় প্রিয়া সাহা বলেন - 'বাংলাদেশ থেকে ৩৭ মিলিয়ন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান নিখোঁজ হয়ে গেছে। দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই। ঐ সময় তিনি ট্রাম্পকে বলেন, তিনি তার জমি হারিয়েছেন, তার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দায়ী কে- ট্রাম্পের এই প্রশ্নে প্রিয়া সাহা জবাব দেন - মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠীরা এর জন্য দায়ী এবং তারা সবসময় রাজনৈতিক আশ্রয় পায়।

তিনি বলেন, আমি ভালো নেই। পরিবার সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বাসার সামনে কাল মিছিল হয়েছে। তালা ভাঙ্গার চেষ্টা হয়েছে। পত্রিকায় আমার পরিবারের ছবি ছাপিয়ে তাদের জীবন বিপন্ন করা হয়েছে। দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন প্রিয়া সাহা। তিনি বলেন, ২০০১ সালে নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলতে, তাদের সুরক্ষার জন্য তৎকালীন বিরোধী নেত্রী এবং বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বহু দেশে ঘুরেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এসব কথা বলেছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো জায়গায় কথা বলা যায় - আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি।

পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিদেশে গিয়ে নষ্ট করা হয়েছে - সোশ্যাল মিডিয়াতে এ ধরনের বিভিন্ন মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রিয়া সাহা বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আমন্ত্রণে খুব অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে তিনি সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমেরিকায় যান।

তিনি জানান, ঐ অনুষ্ঠানের মাঝে হঠাৎ করেই আয়োজকদের পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউজে যাওয়ার কথা বলা হয়। তিনি বলেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যাননি এবং সংগঠনের নেতারাও তার সফরের কথা জানেন না।

উল্লেখ্য যে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ঐ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল যোগ দেন।

ঐক্য পরিষদ নেতা তাপস সরকার কুমিল্লা আইনজীবী সমিতির রিক্রিয়েশন সাব-কমিটির আহবায়ক মনোনীত

॥ কুমিল্লা প্রতিনিধি ॥

কুমিল্লা ইয়াং ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের কার্যকরী সদস্য এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কুমিলা জেলা শাখার তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. তাপস চন্দ্র সরকার কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির রিক্রিয়েশন সাব-কমিটির 'আহবায়ক' মনোনীত হয়েছেন। গত ১ জুলাই কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ হারুনর রশীদ এ্যাড. কর্তৃক স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয় বিগত ১৩/০৫/২০১৯ইং তারিখে জেলা আইনজীবী সমিতির ২০১৯-২০২০ সেশনের কার্যকরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ্যাড. তাপস চন্দ্র সরকারকে জেলা আইনজীবী সমিতির রিক্রিয়েশন সাব-কমিটির 'আহবায়ক' মনোনীত করা হয়। ২০১৭ সালে ২৫ মে জেলা আইনজীবী সমিতির ২০১৭-২০১৮ সেশনের কার্যকরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ্যাড. তাপস চন্দ্র সরকারকে রিক্রিয়েশন সাব-কমিটির 'সদস্য' মনোনীত হয়েছিলেন।

কক্সবাজারে গীতা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন রানা দাশগুপ্ত পরিষদ বার্তা

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে : রানা দাশগুপ্ত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, সরকারের ভেতরেও আরেকটি সরকার রয়ে গেছে, সচিবালয়ের ভেতরেও খন্দকার মোশতাক এর প্রেতাত্মা রয়েছে। যার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বর্তমানে নিজেদের অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচয়ে নয়, নাগরিকের পরিচয়ে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ন্যায়সঙ্গত লড়াইকে জোরদার করতে হবে। এ জন্য সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নৈতিকতা, বিবেকবোধ-সম্পন্ন ও কুসংস্কারমুক্ত জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই।

তিনি ২৮ জুন বিকালে বাগীশিক কক্সবাজার জেলা সংসদের গীতা উৎসব এবং মৈত্রী গীতা শিক্ষা নিকেতন ও সঙ্গীত একাডেমির স্বর্ণপদক গীতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাগীশিক কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি শ্যামল সরকার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডা. কথক দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন বাগীশিক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. অঞ্জনকুমার দাশ। বিশেষ বক্তা ছিলেন বাগীশিক প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক পলাশকান্তি নাথ রণি। স্বর্ণপদক গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার সচিব সুমনকান্তি দে'র সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, কক্সবাজার জেলা পূজা পরিষদের সভাপতি এ্যাড. রণজিতকুমার দাশ, সাধারণ সম্পাদক বাবুল শর্মা, পৌর কাউন্সিলর রাজবিহারী দাশ, বাগীশিক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস প্রকাশ পাল, জেলা পূজা পরিষদের সহ-সভাপতি উদয়শংকর পাল মিঠু কক্সবাজার সদর পূজা পরিষদের সভাপতি দীপক দাশ, পৌরপূজা কমিটির সভাপতি বেল্টু দাশ, বাগীশিক কেন্দ্রীয় কমিটির তপন নাথ, সজীব দত্ত সৌরভ, সুমন দাশ, ডা. অঞ্জন দাশ, ডা. জিকু চৌধুরী, জেলা বাগীশিকের উপদেষ্টা কাজল পাল, মৃণাল আচার্য্য, হরিসাধন পাল, এস. কে আচার্য্য, জগদীশ শর্মা, বাদলকান্তি দাশ, আইনজীবী সেবক পাল, রাজঘাট বনবিটের বিট কর্মকর্তা এন সি হাজং। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাগীশিক কক্সবাজার জেলা সংসদের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ দাশ,

পৃষ্ঠা ৭

পটুয়াখালী সদর উপজেলা ঐক্য পরিষদের সম্মেলনে নতুন কমিটি গঠিত

পটুয়াখালী থেকে উত্তম কুমার দাসঃ পটুয়াখালী সদর উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে স্বপন কুমার চক্রবর্তীকে সভাপতি ও সুভাষ চন্দ্র হাওলাদারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্যের সদর উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য: গণেশ চন্দ্র শীল, চিত্ত রঞ্জন দত্ত, জিতেন চন্দ্র রক্ষিত ও বাবুল গোমেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুলাল চন্দ্র দাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লক্ষন দেবনাথ, অর্থ সম্পাদক স্বপন কুমার দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক তপন কুমার দাস।

গত ১৯ জুলাই শুক্রবার সকাল ১০টায় সেন্ট্রারপাড়া হিন্দু সমাজ গৃহে সদর উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক স্বপন কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সদস্য সচিব চিত্ত রঞ্জন দত্তের সঞ্চালনায় সম্মেলনের শুরুতে কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারন সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের আশু রোগ মুক্তির কামনায় এক মিনিট নিরবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস, উদ্বোধক ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য এ্যাড. তারক চন্দ্র সাহা। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ডাঃ জগন্নাথ পাল, তপন কুমার কর্মকার, মংথান তালুকদার ও সমীর কর্মকার, জেলা মহিলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি এ্যাডঃ বিভা রানী দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস। আরও বক্তব্য রাখেন এ্যাড. লক্ষী নারায়ন পাল, চেম্বারের পরিচালক চিন্ময় বণিক এবং ১২টি ইউনিয়ন কমিটির সভাপতিবৃন্দ।

প্রিয়া সাহা যা করেছেন নিজ দায়িত্বে করেছেন এর সাথে ঐক্য পরিষদের কোনো সম্পর্ক নেই

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৯.৭% ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যা পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবানুযায়ী ১৯৫১ সালে নেমে আসে ২৩.১%- এ, ১৯৬১ সালে ১৯.৬%-এ, বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবানুযায়ী ১৯৭৪ সালে ১৪.৬%-এ, ১৯৮১ সালে ১৩.৩%-এ, ১৯৯১ সালে ১১.৭%-এ, ২০০১ সালে ১০.৩%-এ আর ২০১১ সালে ৯.৭%-এ যার মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠী ৮.৪%। গত মাস আটেক আগে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিগত এক দশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারের আমলে হিন্দু জনসংখ্যা ৮.৪% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৭%-এ। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. আবুল বারাকাত তাঁর এক গবেষণাগ্রন্থে দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র কুখ্যাত কালাকানুন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের ছোবলে ১৯৬৪ থেকে ২০১৩-এ পাঁচ দশকের মধ্যে ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু জনগোষ্ঠী হারিয়ে গেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি আমলে অব্যাহত বঞ্চনা-বৈষম্য -নিগৃহণ-নিপীড়ন ছাড়াও ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের একতরফা রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কথা আমরা আজো ভুলি নাই।

দিনাজপুর রাজবাড়ির পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের স্থাপনা ভাংচুর, রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা নিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা

॥ রতন সিং, দিনাজপুর থেকে ॥ গত ১৪ জুলাই গভীর রাতে দিনাজপুর রাজবাড়ির উত্তর পার্শ্বের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের স্থাপনা ভাংচুর করে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা নিয়ে পালিয়েছে অজ্ঞাত দূর্বৃত্তরা।

রাজবাড়ি মন্দির এলাকার বসবাসকারীরা জানান, রাজদেবোত্তর সম্পদ দিন দিন বেহাত হয়ে যাচ্ছে। মহারাজার সম্পদ সনাতন ধর্মের মানুষদেরই ভোগদখলের অধিকার রয়েছে অথচ এখন অন্যান্য ধর্মের কিছু অপরাধ জগতের সাথে সম্পৃক্ত মানুষরাও এখানে বসতবাড়ি স্থাপন করে বসবাস করতে শুরু করেছে। তারা এখানে মাদকসহ নানান রকমের ব্যবসা চালাচ্ছে। হরিসভার পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের স্থাপনা ভাংচুরের সঙ্গে অপরাধ জগতের সাথে জড়িতরাই ঘটাতে পারে বলে তাদের আশংকা। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর শহর শাখার আহ্বায়ক ও রাজবাড়ি হরিসভা কমিটির সভাপতি বিনোদ সরকার ও সদস্য সচিব রাজু কুমার দাস, মিহির কুমার ঘোষ জানান, পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের স্থাপনা ভাংচুর করে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা নিয়ে পালিয়েছে দূর্বৃত্তরা। তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাজবাড়ির ওই স্থানে হরিসভা করে আসছে।

তারা আরো বলেন, এখানে হিন্দু ধর্মীয় ভাবে সকলের সহযোগিতায় পঞ্চতত্ত্ব মন্দির ও হরিসভা স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে । এতে করে কিছু লোক দেবোত্তর সম্পদ বেহাত হওয়ার ভয়ে মন্দির ও হরিসভা স্থাপনে বিরূপ মনোভাব হওয়ার কারণেই এই ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। রাজদেবোত্তর সম্পদ ভোগদখলের সুযোগ না পাওয়ার আশংকা থেকেই মন্দিরের স্থাপনা ভাংচুর ও প্রতিমা গায়েব করা হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

তারা প্রশাসনের কাছে এধরনের জঘন্য কাজের সাথে যুক্ত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। অন্যথায় যেকোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে প্রশাসন দায়ী থাকবে বলে তারা জানান।

এ ব্যাপারে ঘটনাস্থলে সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপস্থিত এসআই মমিনের নিকট জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে কোতয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

করেছি, ভবিষ্যতেও একইভাবে এদেরকে মোকাবেলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব এবং ২০১৪ সালে বাংলাদেশ যাতে উন্নত দেশে পরিণত হয় সে ব্যাপারে এগিয়ে যাব।

সভায় অন্যান্য বক্তা আসন্ন জন্মাষ্টমী ও শারদীয় দুর্গোৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

১৯ জুলাই হিন্দু সমাজ গৃহে পটুয়াখালী সদর উপজেলা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পরিষদের সম্মেলন উদ্বোধন করেন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এ্যাড. তারেক চন্দ্র সাহা পরিষদ বার্তা

প্রিয়া সাহা যা করেছেন নিজ দায়িত্বে করেছেন, এর সাথে ঐক্য পরিষদের কোনো সম্পর্ক নেই

৪ পৃষ্ঠার পর

অব্যাহত থাকবে, অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে, সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি ও জীবনধারার স্বতন্ত্র সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অতীতের নির্বাচনকালীন সময়ের দুঃসহ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি না ঘটায় আমরা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে সরকার, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এবং সরকারের কাছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃশ্যমানভাবে 'জিরো টলারেন্সে'র বাস্তব প্রতিফলন দেখবার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছিলাম। ইতোমধ্যে আমরা আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের জন্যে ২২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটে ছিল ৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। শুধু তা-ই নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ জুলাই ২০১৯ ঢাকায় জেলা প্রশাসকদের সম্মেলন উদ্বোধনকালে সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে সরকারি সব সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা। এটা অব্যাহত রাখতে হবে।' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসকদের যে ৩১ দফা নির্দেশনা দেন তার মধ্যে এটিও একটি। এরই ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ 'উগ্রবাদ প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক এক সচেতনতামূলক প্রচারপত্রে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধকে লালন করা, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা, সঠিক ও প্রায়োগিক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া ও অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করা, নৈতিকতা, মানবিকতা, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের চর্চা করার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে সংখ্যালঘু সমস্যাবলীকে পাশ না কাটিয়ে সমস্যাগুলোকে ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করাই সঠিক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণের পাশাপাশি অনতিবিলম্বে সংখ্যালঘু সমস্যাবলী নিরূপণে ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে সংসদীয় কমিশন গঠনের দাবি জানাই।

দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে আপনারা আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। আশা করি, আপনাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তা সরকার, প্রশাসন, বিজ্ঞ সাংসদবৃন্দ, সকল রাজনৈতিক দল ও জাতির সামনে তুলে ধরবেন।

আপনারা সবাই সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন- এ কামনা করে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্যের এখানেই সমাপ্তি টানছি।

আইনি পদক্ষেপ না নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

গিয়েছিলেন। কিন্তু আইনমন্ত্রী আমাকে জানিয়েছেন, ওই রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা যায় না। যিনি অভিযুক্ত তার বক্তব্য শোনা দরকার, তার ব্যক্তিগত সমর্থনে বক্তব্য শোনার সুযোগ দিতে হবে। জাতির জানা দরকার তার উদ্দেশ্যে আসলে কী ছিল। তার আগে আমরা কোনো ব্যবস্থা নেব না।

ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রিয়া সাহার ব্যক্তিগত বাড়ি-ঘর, সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেটা আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি।

বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সাধারণ সভা পরিষদ বার্তা

ছাত্র ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ১৯ জুলাই শুক্রবার সকাল ১১টায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক কেন্দ্রীয় কমিটির এক সাধারণ সভা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য পরিষদের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য জেলা উপজেলা সফরের কথা উলেখ করেন।

সভায় ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক রবীন বসু, সাগর হালদার, যুব বিষয়ক সম্পাদক ব্রজ গোপাল দেবনাথ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক তাপস কুণ্ডু, ঢাকা দক্ষিণের যুগ্ম সম্পাদক চন্দন ভৌমিক, মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক দীপালী চক্রবর্তী যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার তাপস বল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ড. সন্তোষ দেব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আকাশ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যুগ্ম আহ্বায়ক দেবাশীষ সিদ্ধার্থ, শিপন বাড়াইক, রিন্টু বড়ুয়া, কাজল কুমার দাস বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব হিরণ কুমার কুণ্ডু। সভায় ছাত্র ঐক্য পরিষদের গঠনতন্ত্র, বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন আসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংখ্যালঘু সুরক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগুরুর

৩ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের কাছে চাইতে হবে কেন? উত্তরটা সোজা। কারণ, আপনারা তাঁর সুরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন, তাই। প্রিয় সাহার নিজের পৈতৃক বসতবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, আগুনে পুড়েছে। এই অভিযোগ নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা করেছেন, বিচার চেয়েছেন। বিচার পাননি।

ট্রাম্প কী করবেন যখন প্রশ্ন উঠলই, তখন মনে করিয়ে দিই বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই নিজেদের প্রয়োজনে আমেরিকার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে। গত বছর নির্বাচনের আগে ওয়াশিংটনে দল বেঁধে এসেছিলেন বিরোধী বিএনপির নেতারা। ট্রাম্প পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি, হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের পাতি নেতাদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ বৈঠক করে সেই একই প্রার্থনা করেছেন। কই, তখন তো এই সব বামপন্থী বন্ধুকে প্রশ্ন করতে শুনিনি, এ জন্য ট্রাম্প কেন?

স্বীকার করি বা না করি, এ কথায় কোনো ভুল নেই; আমরা, দেশের সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। এরা আমাদের লাগোয়া ঘরে থাকে, অথচ নিত্যদিন যে লাঞ্ছনার শিকার, তা আমরা জেনেও না জানার ভান করি। ঢাকায় আমার এক হিন্দু বন্ধু জানিয়েছিলেন, তাঁর মা ঘরে ধুপ জ্বেলে পূজা করেন। প্রতিবেশীরা জেনে যাওয়ায় বাড়ির মালিক তাঁদের সে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। ২০০১ সালে ভোলায় দাঙ্গার পর হিন্দু নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন।

সংখ্যালঘুদের শুধু হিন্দু বা খ্রিস্টান না ভেবে আমরা যদি তাদের প্রতিবেশী-স্বজন বলে ভাবা শিখি, বিপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়াই, তাহলে কোনো প্রিয়া সাহাকে বিদেশি নেতার কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করতে হবে না।

লেখক : প্রথম আলো'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি (পুনর্মুদ্রিত)

সংখ্যালঘুরা অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

সহ-সাধারণ সম্পাদক টিটু বসাক, স্বর্ণপদক গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার যুগ্ম আহবায়ক চণ্ডী আচার্য্য। শুরুতেই পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন রক্তিম আচার্য্য দিব্য। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল, পার্থসারথী পূজা, গীতাপাঠ প্রতিযোগিতা মহাপ্রসাদ আস্বাদন, গীতা দান অভিষেক পর্ব, পুরস্কার বিতরণ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ ২৬ জুলাই শুক্রবার সকালে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন সিকদার, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নির্মল কুমার চ্যাচার্জী, পংকজ নাথ এমপি, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাবেক সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, কাজল দেবনাথ, বীরেশ চন্দ্র সাহা, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, জে. এল. ভৌমিক, ডি. এন. চ্যাটার্জী, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সহ-সভাপতি মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, বাবুল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টু। ২০১৯-২০২০ এর বাজেট ও ২০১৮-২০১৯ এর আর্থিক রিপোর্ট পাঠ করেন সহ কোষাধ্যক্ষ পরিমল ভৌমিক। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সহ দপ্তর সম্পাদক সুজিত ঘোষ। অনুষ্ঠানে মহানগর সার্বজনীন বিভিন্ন থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ, আজীবন ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যের প্রারম্ভে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের বেদখলকৃত ১.৫ বিঘা জমি ফেরত প্রদানের জন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে সাবেক প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার বলেন, বাংলাদেশ হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ। মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বিরাজমান সম্প্রীতিকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা করলেও আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে অতীতে যেভাবে প্রতিহত পৃষ্ঠা ৬

সাঁওতাল পল্লীতে হামলা, পিবিআই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ

২০১৬ সালের নভেম্বরে হামলার পর আল-জাজিরা টেলিভিশনে যে প্রতিবেদন প্রচার হয়, সেখানে ভিডিওতে দেখা যায়, মাথায় হেলমেট ও বুলেটপ্রুপ জ্যাকেট পড়া পুলিশ সদস্য সাঁওতালদের বাঁশ ও ছনের তৈরি ঘরের কাছে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ফাইল ছবি

॥ গাইবান্ধা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ২০১৬ সালের নভেম্বরে সাঁওতালদের একটি পল্লীতে হামলার ঘটনায় ৯০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে তা প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ করেছেন সাঁওতালরা। বিক্ষোভকারী সাঁওতালদের কয়েকজন বলেছেন, পুলিশের চার্জশিটে মূল আসামীদের বাদ দেওয়া ও পুলিশের জড়িত থাকার বিষয়টি উঠে না আসার প্রতিবাদে তারা গোবিন্দগঞ্জে রাস্তা অবরোধ করেছেন।

সাঁওতালদের একটি সংগঠন, ভূমি উদ্ধার সমিতির সভাপতি ফিলিমন বাস্কে অভিযোগ করেন, সে সময় ঐ ঘটনার পেছনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একজন নেতা জড়িত ছিলেন - যার নাম উঠে আসেনি পিবিআই-এর তদন্তে। ক্ষমতাসীন দল অবশ্য শুরু থেকেই ঐ ঘটনার সাথে তাদের কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ঐ ঘটনায় কয়েকজন সাঁওতাল নিহত হন এবং অন্তত কুড়িজন সাঁওতাল আহত হন। ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের চিনিকলের বিরোধপূর্ণ জায়গা থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদের সময় স্থানীয়দের সাথে সাঁওতালদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সেসময় আল জাজিরা টেলিভিশনে একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়, যার ভিডিওতে দেখা যায় সাঁওতালদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছে। সাঁওতালদের বসতির পাশেই দাঁড়িয়ে পুলিশকে গুলি এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে দেখা যায় ঐ ভিডিওতে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে তাদেরই মধ্য থেকে মাথায় হেলমেট এবং বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পড়া একজন পুলিশ সদস্য সাঁওতালদের বাঁশ এবং ছনের তৈরি ঘরের কাছে গিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে দেখা যায়। ভিডিওতে পুলিশকে আগুন দিতে দেখা গেলেও ঐ অভিযোগ শুরুতে অস্বীকার করে আসছিল তারা। পরে আদালত ঐ ঘটনার বিচার বিভাগীয়

পুলিশ ঘরবাড়িতে আগুন দিচ্ছে তার ছবিও তোলা হয় ফাইল ছবি

বাস্কে বলেছেন, ঘটনার সময় ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে সারা পৃথিবী দেখেছে যে পুলিশই আগুন লাগিয়েছে। তারপরও পিবিআই-এর তদন্তে পুলিশের জড়িত থাকার বিষয়টি না আসা দু:খজনক। তবে পিবিআই বলেছে, তাদের তদন্তে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। পিবিআই-এর গাইবান্ধা জেলার অতিরিক্ত এসএসপি আবদুল হাই সরকার জানান, ঐ ঘটনায় জেলা পুলিশের একজন অতিরিক্ত এসপি'র নেতৃত্বে পরিচালিত বিভাগীয় তদন্ত এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিবেদনে পাওয়া তথ্যের সাথে পিবিআই তদন্তে পাওয়া তথ্যের মিল রয়েছে।

যদিও ঘটনার পরপরই অভিযোগ ওঠে যে, পুলিশের উপস্থিতিতেই একটি বিরোধপূর্ণ জমি থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদের সময় তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরকম একটি ভিডিও তখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। ছবিও বেরিয়েছিল সংবাদপত্রে। এমনকি ঘটনার কয়েকদিন পর বিচার বিভাগীয় এবং পুলিশের বিভাগীয় তদন্তেও উঠে আসে যে ঐ ঘটনায় পুলিশের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে -এমন খবর সেসময় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।

তদন্তের নির্দেশ দেয়।

সেসময় হওয়া বিচার বিভাগীয় তদন্তে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় বলে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। পরে মার্চ মাসে পুলিশের বিভাগীয় তদন্তেও উঠে আসে যে 'আগুন লাগানোর ঘটনায় পুলিশের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। পুলিশ মহাপরিদর্শকের পক্ষ থেকে আদালতে দাখিল করা একটি প্রতিবেদনে সরাসরি আগুন লাগানোর সাথে জড়িত থাকায় দুইজন পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে উঠে আসে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনার দিন দায়িত্ব পালনরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৫৮ জন সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

শুরুতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঐ ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে থাকলেও বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হওয়ার পর তারা তদন্ত বন্ধ রাখে। এরপর তদন্তের দায়িত্ব আসে পিবিআই-এর ওপর। প্রায় আড়াই বছর তদন্তের পর গতকাল রোববার তারা ৯০ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।

ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের সংযোজনের মধ্য দিয়ে কার্যতঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিসর্জন করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রাষ্ট্রীয় অন্যতম মৌলনীতি হিসেবে সংবিধানে পুনঃস্থাপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ তার মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক চরিত্রটাই হারিয়ে ফেলছে।

কালো দিবস পালনকল্পে ১৩ জুলাই সংগঠন কার্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভায় বক্তারা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাঁরা বলেন, ধর্ম হচ্ছে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু একে ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে টেনে আনার ফলে বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিশ্বের নানান দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাই শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে না, মানবিক বিপর্যয়ও এতে ঘটে চলেছে। এ থেকে উত্তরণে ঐক্যবদ্ধ গণজাগরণ গড়ে তোলা সময়ের বিবেচনায় অপরিহার্য বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। আলোচনায় অংশ নেন এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, নৌ-কমান্ডো অনিল বরণ রায়, কাজল দেবনাথ, এ্যাড. পরিমল গুহ, এ্যাড. অজয় চক্রবর্তী, জে এল ভৌমিক, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, জয়ন্তী রায়, প্রিয়তোষ আচার্য শিবু, হীরা কুন্ডু, বলরাম বাহাদুর, মতিলাল রায়, এ্যাড. কিশোর মন্ডল, পদ্মাবতী দেবী, উত্তম চক্রবর্তী, সাগর হালদার, রাহুল বড়ুয়া, নারায়ন সাহা অপু, বিধান দাশগুপ্ত প্রমুখ।

১৯৮৮ সালের ২০ জুন সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজিত হয়। এ দিনটিকে ঐক্য পরিষদ প্রতি বছর কালো দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এ বছর ২০ জুন পবিত্র ঈদ-উল ফিতর থাকায় এ উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান এদিন অনুষ্ঠিত হলো।

নিজ বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রিয়া সাহা

গত ২২ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠের খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করে আলোচিত প্রিয়া সাহা তার বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেখানে তিনি নিজের অবস্থানে অনড় থাকার কথা বলেছেন।

প্রিয়া সাহার দাবি, ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানের নিখোঁজ হওয়ার যে তথ্য তিনি ট্রাম্পকে দিয়েছেন, তা সরকারি পরিসংখ্যান থেকেই নেয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাত ওই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ২০১১ সালে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যা সে সময় গণমাধ্যমেও আসে। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে- সেজন্যই তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগিতা চেয়েছেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। একজন সাংবাদিককে প্রিয়ার সাক্ষাতকার দেয়ার একটি ভিডিও রোববার তার এনজিও শারির ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়, সেখানেই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের ব্যাখ্যাগুলো তুলে ধরেন।

দলিত সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'শারি'র পরিচালক প্রিয়া সাহা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একজন সাংগঠনিক সম্পাদক। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে ওয়াশিংটনে আয়োজিত এক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গত ১৭ জুলাই তিনি হোয়াইট হাউসে যান।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউজে ১৭ জুলাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে এক সাক্ষাতের পৃষ্ঠা ৫

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পল্টন টাওয়ার, স্যুট : ৩০৫ (৪র্থ তলা), ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২